

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নম্বরঃ ৫৭২৫

পর্ব-২৮: সৃষ্টির সূচনা ও কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা (كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সৃষ্টির সূচনা ও নবী-রাসূলদের আলোচনা

الْفَصْلُ الثَّنِفُ (بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ)

আরবী

وَالْبَعْضُ يُحْسِنُهُ) عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟
قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ». رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: الْعَمَاءُ: أَيُّ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

اسناده حسن ، رواه الترمذی (3109) * وكيع بن عدس : حسن الحديث وثقه

الجمهور -

(ضعيف)

বাংলা

৫৭২৫-[২৮] আবু রযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সৃষ্টিকূল সৃষ্টির আগে আমাদের প্রভু কোথায় ছিলেন? তিনি (সা.) বললেন, 'আমা-এর মধ্যে ছিলেন। তার নীচেও শূন্য ছিল এবং উপরেও শূন্য ছিল। আর তিনি তাঁর 'আরশকে পানির উপরেই সৃষ্টি করেছেন। (তিরমিযী)

তিনি [ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)] বলেন, উর্ধ্বতন বর্ণনাকরীদের অন্যতম ইয়াযীদ ইবনু হারুন বলেছেন, 'আমা- অর্থ যার সাথে অন্য কোন বস্তু নেই।

ফুটনোট

যঈফ: তিরমিযী ৩১০৯, ইবনু মাজাহ ২৮১, যঈফ ইবনু মাজাহ ৩২, মুসনাদে আহমাদ ১৬২৩৩, সনদে ওয়াক্কী ইবনু হুদুস তাকে চেনা যায় না, যেমনটি যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন; হিদায়াতুর রুওয়াত ৫/২৪৮, ৫৬৫৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (كَانَ فِي عَمَاءٍ) শব্দের অর্থ মেঘ। এই হিসেবে হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টির আগে মেঘে ছিলেন। তবে 'উলামারা বলেন, এখানে (فِي) অর্থ (عَلَى) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মেঘের উপর ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- (يُنِزِّلُ السَّمَاءَ مِنْ فِي السَّمَاءِ) “যিনি আসমানে রয়েছেন”- (সূরাহ্ আল মুলক ৬৭ : ১৬)। অর্থাৎ যিনি আসমানের উপর রয়েছেন।

‘আল্লামাহ্ মুবারকপুরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোন কোন বর্ণনায় (عماء) এর স্থলে (عمى) শব্দ রয়েছে। যার অর্থ: শূন্যতা। এই বিবরণ শুদ্ধ হলে বর্ণিত হাদীসের অর্থ এবং বুখারীর ঐ হাদীসের অর্থ একই, যে হাদীসে বলা হয়েছে- (كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) “আল্লাহ ছিলেন, তিনি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, তার আরশ পানির উপর ছিল।” আর (عماء) বর্ণনা শুদ্ধ হলে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বরং আমরা হাদীসকে বিশ্বাস করি এবং এর অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করি না। (তুহফাতুল আহওয়াযী হা. ৮/৪২০)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি □ বর্ণনাকারীঃ আবু রযীন (রহঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85701>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন